যায়যায়দিন
14 JUN 2008

কোটিপতি প্রকৌশলীর দাপট দুর্নীতিতে অস্থির শিক্ষা ভবন

অবৈধ বিপুল সম্পত্তির তথ্য পেয়েছে টাস্কফো

মাহবুব আলম লাবলু

কোটিপতি এক উপ-সহকারী প্রকৌশলীর দাপটে অস্থির শিক্ষা ভবনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। চাকরি জীবনে নিজের ও স্ত্রীর নামে বাড়ি-গাড়িসহ সম্পত্তির পাহাড় গড়েছেন তিনি। বদলি বাণিজ্য, শিক্ষা ভবনের ঠিকাদারি কাজের কমিশন, ঘুষ ও দুর্নীতিতে রাজ্যের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এ প্রকৌশলীর নাম মোঃ সেলিম হোসেন।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে উপ-সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত এ কর্মকর্তার আরেকটি পরিচয় আছে। গত আট বছর তিনি শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ডিপ্লোমা প্রকৌশল সমিতির সাধারণ সম্পাদকের পদটি দখলে রেখেছেন। এ পরিচয়ে প্রভাব খাটিয়ে অবৈধভাবে কোটি টাকার মালিক হয়েছেন তিনি। দুর্নীতি দমন কমিশনের টাস্কফোর্স তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তে বেরিয়ে আসছে তার ধন-সম্পত্তির নানা তথ্য।

এদিকে সেলিম হোসেনের নজিরবিহীন অনিয়ম-দুর্নীতির প্রতিবাদ ও তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ১৭ প্রকৌশলীসহ ১৫০ কর্মকর্তা-কর্মচারী শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে আবেদন করেছেন। এরপরও বহাল তবিয়তে চাকরি করছেন তিনি। তার

প্রকৌশলী মোঃ সেলিম হোসেন

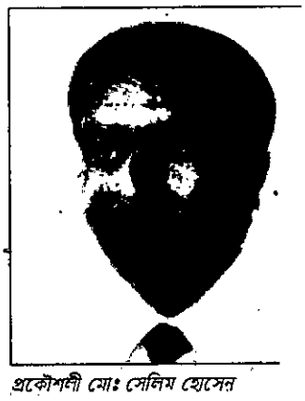

বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করার
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নানাভাবে হুমকি
হচ্ছে। এ ঘটনায় উপ-সহকারী প্র
মোঃ কামরুজ্জামান নয়ন শাহবাগ
জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে জিডি করে
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রকৌশলী
অবৈধ পথে টাকা কামিয়ে রাজ
রামপুরা বনশ্রী প্রকল্পের ১ নম্বর রো
ব্লকের ১০ নম্বর প্লটে বিলাসবহুল
আবাসিক ভবন নির্মাণ
করেছেন। ওই বাড়িটি পৃ ১৫ ››

কোটিপতি প্রকৌশলীর দাপট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তার স্ত্রীর নামে। ইন্দিরা রোডে একটি ফ্ল্যাট কিনেছেন তিনি। রাজধানীতে নিজস্ব ফ্ল্যাট-বাড়ি থাকার তথ্য গোপন করে পূর্বাচল প্রকল্পে পাঁচ কাঠার প্লট নিয়েছেন। যার সরকারি বরাদ্দ মূল্য ৮ লাখ ২৫ হাজার টাকা। রাজধানীর খিলগাঁও মৌজায় আছে ৬০ লাখ টাকা মূল্যের তিন কাঠার একটি প্লট। ফকিরাপুলে একটি প্রিন্টিং প্রেসের মালিকও তিনি। জাপানি টয়োটা কোম্পানির একটি প্রাইভেটকার (ঢাকা মেট্রো গ-১৪-১৯০৯) রয়েছে তার।

এখানেই শেষ নয়, নিজ গ্রামে নামে-বেনামে বিপুল পরিমাণ কৃষিজমি কিনেছেন সেলিম হোসেন। চুয়াডাঙ্গার মমিনপুর ও সরিষাডাঙ্গা মৌজায় ১০ একর এবং সিরাজকান্দি মৌজায় দুই বিঘা কৃষিজমি কিনেছেন তিনি, যার বাজার মূল্য প্রায় ৭০ লাখ টাকা। চুয়াডাঙ্গার চাঁদপুর মৌজায় ৯ বিঘা জমি কিনেছেন ১০ লাখ টাকায়। গ্রামের বাড়িতে অর্ধকোটি টাকা ব্যয়ে সাত কামরার বাড়ি বানিয়েছেন।

সেলিম হোসেনের মেয়ে নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটিতে পড়েন। তার পেছনে মাসে ব্যয় হয় অন্তত ২০ হাজার টাকা। মাত্র সাড়ে সাত হাজার টাকা বেতন স্কেলে চাকরি করে উপ-সহকারী প্রকৌশলী সেলিম হোসেন কীভাবে এ বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পত্তির মালিক হলেন তার তদন্তে নেমেছে টাস্কফোর্স।

সেলিম হোসেনের অবৈধ পথে অর্থ কামানোর বেশ কয়েকটি উৎসের সন্ধান পেয়েছে টাস্কফোর্স। বদলি বাণিজ্য ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে উৎকোচ আদায়ের মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি টাকা কামিয়েছেন তিনি। একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলীর বদলির কাজে তিনি ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা করে নেন। ২০০৬ সালের ১১ ডিসেম্বর তার কথামতো বদলির ফাইলে সই না করায় সাবেক প্রধান প্রকৌশলী এম এ

হিসেবে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন।
সূত্রমতে, সরকারি ইডেন বিশ্বা
কলেজের নতুন ভবন নির্মাণ কাজের
কোটি টাকা এবং পুরনো ভবন মে
জন্য ২০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয় সর
কাজের তদারকির দায়িত্বে ছিলেন
হোসেন। সেখানে নিয়োজিত ঠিক
অবৈধ সুবিধা দিয়ে তিনি এক কো
হাতিয়ে নেন। এ দুর্নীতির ঘটনা জ
হলে তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী এক
কমিটি গঠন করেন। কিন্তু সেলিম হে
দাপটে ওই কমিটির রিপোর্ট আজো
মুখ দেখেনি। বিষয়টি পুনরায় তদ
প্রয়োজন বলে মনে করেন শিক্ষা
কয়েক কর্মকর্তা। প্রধান কার্যালয়ে
থাকা সত্ত্বেও উপ-সহকারী প্রকৌশলী
হোসেন সম্প্রতি প্রধান প্রকৌশলীকে
ও চাপ প্রয়োগ করে ২৫ কোটি টা
ইডেন কলেজের এক হাজার শয্য
নির্মাণ কাজের তদারকির দায়িত্ব নেন

সেলিম হোসেনের বক্তব্য

উপ-সহকারী প্রকৌশলী সেলিম
বলেন, আমি জীবনে কখনো দুর্নীতি
রামপুরার প্লটটি আমার স্ত্রীর
ডেভেলপার কোম্পানির মাধ্যমে বাড়ি
সেখানে তিনটি ফ্ল্যাট পেয়েছি। ইন্দির
আমার কোনো ফ্ল্যাট নেই। পূর্বাচ
পেয়েছি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী। চু
জায়গা-জমি পৈতৃক সূত্রে
ফকিরাপুলে প্রিন্টিং প্রেস থাকার ত
নয়। ঘুষ নিয়ে ইডেন কলেজের
কাজের ঠিকাদারদের সুবিধা দেয়ার বি
তিনি অস্বীকার করেন।

সেলিম হোসেন আরো বলেন, আমার
ষড়যন্ত্র চলছে। শিক্ষা অধিদপ্তরের
প্রকৌশলী এস এস এম এ মান্নানের
করা ৪০০ কোটি টাকার দুর্নীতির
সাক্ষী হওয়ার কারণে একটি মহল
বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে।